(সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯৫)
WEEKLY BOOKLET 195

(رحمۃ اللہ علیہ)

আলা হযরতের বাণী সমগ্র

- আল্লাহ্ পাকের ইলমের শান
- ফয়যানে ইলম ও ওলামা
- শয়তানের প্রতারণা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আলা হযরতের বাণী সমগ্র

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**আলা হযরতের বাণী সমগ্র**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ইমাম আহমদ রযা খান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আলা হযরতের আব্বাজান, আল্লামা মাওলানা মুফতী নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক দরূদ (শরীফ) দুনিয়া এবং এতে যা কিছু রয়েছে, সবগুলো থেকে উত্তম আর উভয় জগতের জন্য যথেষ্ট। এর সাওয়াব হাজার বছরের ইবাদতের সাওয়াবের চেয়ে বেশি এবং এর অবস্থা অনেকাংশে শারীরিক ও আর্থিক এবং মৌখিক ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত আর এই দয়া ও অনুগ্রহ এই বরকতময় উম্মতের উপর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদৌলতেই, অন্যথায় আমরা কখন এই অনুগ্রহের উপযুক্ত এবং এই সম্মানের অধিকারী ছিলাম। **(সুরুরুল কুলুব ফি যিকরিল মাহবুব, ৩৪০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

গরছে হে বেহদ কুসুর তুম হো আফুউ গফুর
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

আলা হযরতের পরিচিতি

হুযুরে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ الله عَلَيْه এর জন্ম (Birth) বেরেলী শরীফের যাচুলী গ্রামে ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী শনিবার যোহরের সময় অনুযায়ী ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইং হয়েছে। (হায়াতে আলা হযরত, ১/৫৮) তাঁর নাম মোবারক “মুহাম্মদ” এবং তাঁর দাদাজান তাঁকে আহমদ রযা বলে ডাকতেন আর এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি رَحْمَةُ الله عَلَيْه প্রায় ৫০টি জ্ঞানের উপর কলম ধরেন এবং খুবই জ্ঞানগর্ব শানে কিতাব লিখেছেন, তিনি رَحْمَةُ الله عَلَيْه অধিকাংশ সময় কিতাব লিখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মসজিদে উপস্থিত থাকতেন এবং সর্বদা জামাআত সহকারে নামায আদায় করতেন, তিনি رَحْمَةُ الله عَلَيْه বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় এক হাজার কিতাব লিখেছেন। (ইমাম আহমদ রযার জীবনি, ১৬ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحْمَةُ الله عَلَيْه এর বিভিন্ন বাণী মুবারক পড়ুন

www.dawateislami.net

এবং ইলমের ভান্ডার অর্জন করুন, ইমাম আহমদ রযা সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই বাণীগুলো বিভিন্ন কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। অলীয়ে কামিল, আশিকদের ইমাম, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীগুলো আপনার জীবনের বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাপক কাজে আসার **"নির্দেশিকা"** (Guidelines) বলে প্রমাণিত হবে। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের শান এবং তখনকার উর্দূ হিসেবে এই বাণীগুলোকে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাকেট লাগানো হয়েছে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ইমাম আহমদ রযা (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর বাণীগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের ইলমের শান

(১) নিঃসন্দে সত্য এটাই যে, সকল আম্বিয়া ও মুরসালিন, নৈকট্যশীল ফিরিশতা এবং পূর্ববর্তি ও পরবর্তিদের সম্মিলিত জ্ঞান মিলে **আল্লাহ পাকে**র জ্ঞানের সাথে ঐ সম্পর্কে রাখে না, যা একটি ফোঁটার (Drop) কোটিতম অংশ কোটি কোটি সমুদ্রের সাথে রয়েছে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৭৭)**

www.dawateislami.net

শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান

(২) কোন দৌলত, কোন নেয়ামত, কোন সম্মান যা বাস্তবিকই দৌলত ও সম্মান, এমন নয় যে, **আল্লাহ পাক** তা অন্য কাউকে দিয়েছেন আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করেননি। যা কিছুই যাকে দান করা হয়েছে বা দান করা হবে, দুনিয়ায় বা আখিরাতে, তা সবই **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাতেই, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণেই, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে দান করা হয়েছে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৯৩)**

(৩) উম্মতের সকল কথা, কর্ম ও আমল প্রতিদিন দুইবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৬৮)**

(৪) "কান বাজা"র "কারণ" এটাই যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ আওয়াজ (উম্মতি উম্মতি) যা সর্বদা বিরাজমান, কখনো কখনো আমাদের মধ্যে কোন উদাসীন ও সংজ্ঞাহীনদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, রূহ এই স্পন্দনকে চিনে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১২)**

(৫) মিলাদের মুবারকের মজলিশ, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির, আর **"হুযুর"** এর যিকির

"আল্লাহ পাক" এর যিকির এবং **আল্লাহ**র যিকিরকে শরীয়তের বিনা কারণে নিষেধ করা **"শয়তানের কাজ"**।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৬৮)

(৬) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ অন্যান্য নবী বা অলীকে **"সাওয়াব প্রদান করা বলা"** বেআদবী, "প্রদান করা" বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের জন্য হয়ে থাকে, বরং নযর করা বা উপহার প্রদান বলবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৯)**

(৭) হেদায়ত তো **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মান্য করার উপরই নিহিত, যে তাঁকে মানবে না তার হেদায়ত নাই এবং যখন হেদায়তই নেই তবে ঈমান কোথায়?

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৭০৩)

(৮) শরীয়ত হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী এবং তরিকত হলো **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্ম আর হাকীকত হলো **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা এবং মারিফাত হলো **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতুলনীয় জ্ঞান। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬০)**

(৯) মুসলমানের অন্তরে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীয়া গ্রহন করা প্রচলিত রয়েছে। তাদের কোন দোয়া ওসীলা ব্যতীত হয়না, যদিওবা অনেক সময় মুখে উচ্চারণ করা হয়না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৯৪)**

(১০) **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ বরং সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ার স্মরণই **"খোদারই স্মরণ"**, কেননা তাঁদের স্মরণ হয় এই কারণেই যে, তাঁরা **আল্লাহ**র নবী, তাঁরা **আল্লাহ**র অলী। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫২৯)

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবাররুক

(১১) **নবী (করীম)** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যবহার্য জিনিষ ও সম্মানিত তাবাররূকের সম্মান করা মুমিন মুসলমানের মহান ফরয। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪১৪)

(১২) সম্মানিত তাবাররূকও **আল্লাহ পাকে**র নিদর্শন সমূহের মধ্যে উত্তম নিদর্শন, এর মাধ্যমে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম টাকা উপার্জনকারী দুনিয়ার পরিবর্তে দ্বীন বিক্রেতা।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪১৭)

(১৩) সকল উম্মতের উপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হক রয়েছে, কেননা যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্মানিত তাবাররূকের মধ্যে কোন কিছু দেখে বা সেই বস্তু দেখে যা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ব্যবহার্য বস্তুর প্রতি তাৎপর্য বহন করে, তবে তখন পরিপূর্ণ আদব ও সম্মান সহকারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনা করুন এবং অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করুন।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪২২)

www.dawateislami.net

ফয়যানে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام وَرَحِمَهُمُ الله)

(১৪) জগতে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ক্ষমতা দুনিয়াবী জীবনে (অর্থাৎ শরীরিক জীবন) এবং ওফাতের পরও **আল্লাহ**র দানক্রমে অব্যাহত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের ফয়েয অব্যাহত থাকবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬১৬)**

(১৫) **আল্লাহ**র প্রিয়দের নিকট যাওয়া এবং ওফাতের পর তাঁদের কবরের দিকে যাওয়া উভয়ই সমান, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারের সাথে করতেন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৬০৭)**

(১৬) **আল্লাহ** ওয়ালারা হলো রহমতের নিদর্শন, তাঁরা নিজেদের নাম নেয়া ব্যক্তিদের আপন করে নেন এবং তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি রাখেন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫০৮)**

(১৭) মাশায়িখে কিরাম দুনিয়া ও দ্বীন এবং অন্তিম মুহূর্ত, হাশর ও কবর সর্ববস্থায় তাঁদের মুরীদদের সাহায্য করে থাকেন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬৪)**

(১৮) বরকতময়দের দিকে যেই জিনিষের সম্পর্ক করা হয়, তাতে বরকত এসে যায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১৪)**

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম

(১৯) সাহাবায়ে কিরামদের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) মধ্যে বিশজনেরও বেশির নাম হলো "হাকাম", প্রায় দশজনের নাম "হাকিম" আর ষাটজনেরও বেশির নাম "খালিদ" এবং একশত দশজনেরও বেশির নাম "মালিক"।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩৫৯)

ফয়যানে ইলম ও ওলামা

(২০) এই শব্দটি যে, "**মৌলানারা কি জানে**" এতে অবশ্যই ওলামাদের অপমান করা হয় এবং ওলামায়ে দ্বীনের অপমান হরো কুফর। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/২৪৪)**

(২১) আলিমে দ্বীনের, যার জ্ঞানের প্রতি তাঁর শহরের মানুষের চাহিদা রয়েছে, তাঁর হিজরত করা নাজায়িয, হিজরত দূরের বিষয় ওলামারা তাঁর দীর্ঘ সফরেরও অনুমতিও দেয় না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২৮২)**

(২২) ওলামায়ে শরয়ীতের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক মুসলমানের সর্বদাই রয়েছে এবং তরিকতে কদম রাখাদের আরো বেশি। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৩৫)**

www.dawateislami.net

(২৩) সাধারন লোকেরা কখনোই কিতাব থেকে আহকাম বের করার ক্ষমতা রাখেনা। হাজারো স্থানে ভূল করবে এবং কি বুঝতে কি বুঝে নিবে, তাই এটাই নির্ধারিত যে, জনসাধারন বর্তমানে জ্ঞানী ও দ্বীনের আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬২)**

(২৪) অজ্ঞদের থেকে ফতোয়া নেয়া হারাম।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৪২৬)

শরীয়তের অনুসরন

(২৫) যার বাহ্যিক শরীয়তের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত নয় (অর্থাৎ যে বাহ্যিকভাবে শরীয়তের আহকামের অনুসরন করেনা) সে বাতিনেও **আল্লাহ পাকে**র সহিত এখলাস রাখে না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৪১)**

(২৬) শরীয়তই শুধুমাত্র ঐ **"পথ"**, যার শেষপ্রান্তে হলো **"আল্লাহ"** এবং যার মাধ্যমেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছা যায় আর তা ব্যতীত মানুষ যে পথ চলবে তা **আল্লাহ**র পথ থেকে দূরে হয়ে যাবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৮৮)**

(২৭) দুনিয়া অতিবাহিত হয়ে যাবে, এতে আহকামে শরীয়ত (অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) জারি না হওয়াতে

www.dawateislami.net

খুশি হয়ো না। একদিন ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবেই, যাতে শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে শিং বিহীন ছাগলের হিসাব নেয়া হবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১০)

(২৮) নাজায়িয বিষয়কে যদি কোন বদ মাযহাব বা কাফের নিষেধ করে তবে একে জায়িয বলা যাবে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়, ২১/১৫৪)

(২৯) কোন কিছুর নিষেধাজ্ঞা কোরআন ও হাদীসে না থাকলে তবে তা নিষেধকারী (যেনো) স্বয়ং শাসক ও শরীয়ত প্রবক্তা হতে চায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১১/৪০৫)**

(৩০) পবিত্র শরীয়ত পদ্য ও গদ্য সবকিছুর জন্য দলীল, পদ্য শরীয়তের জন্য দলীল হতে পারে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৮)

(৩১) জায়িয ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য ফরয যদিও তারা (অর্থাৎ পিতামাতা) স্বয়ং কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী হয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৫৭)**

(৩২) যেমনিভাবে মহিলারা প্রায় স্বামীকে নিজের আয়ত্বে নিতে চায় যে, স্বামী আমার কথা মতো হয়ে যাক, যা আমি বলবো তাই করবে, এটা হারাম। অথবা এরূপ চায় যে, তার মা বোনের থেকে পৃথক হয়ে যাক বা তাদেরকে কিছু না

www.dawateislami.net

দিক, আমাকে দিক, এসবই অভিশপ্ত ইচ্ছা। **আল্লাহ পাক** স্বামীকে শাসক বানিয়েছে, খাদেম নয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৭)

(৩৩) জ্বীনেরা গায়েব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, তাদের থেকে ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করা বোকামি এবং শরীয়ত মতে হারাম আর তাদের গায়েবের জ্ঞান হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা তো কুফর। (ফতোয়ায়ে আফ্রিকা, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

(৩৪) বংশের কারণে নিজেকে বড় মনে করা, অহঙ্কার করা জায়িয নেই। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২৫৫)

(৩৫) হারাম খাবার কখনোই জায়িয হয় না, যখনই জায়িয হয়ে যায় তখন তা আর হারাম থাকে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২২৫)

(৩৬) যে জিনিসটি **খোদা** ও **রাসূল** ভাল বলেছেন তা ভাল আর যা খারাপ বলেছেন তা খারাপ এবং যার ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ প্রথম থেকে না এর গুণ বের হয়েছে না খারাপ দিক, তা ইবাহাতে আসলিয়ায় থাকে যে, তা করা ও বর্জন করাতে সাওয়াবও নেই, শাস্তিও নেই।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩২০)

(৩৭) কোন ব্যক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, যা দ্বারা নামায রোযা ইত্যাদি শরীয়তের আহকাম রহিত হয়ে যাবে, যতক্ষণ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৪০৯)

www.dawateislami.net

(৩৮) যার জ্ঞান ও হিম্মত নিরাপদ ও অবশিষ্ট আছে, জেনেশুনে নামায বা রোযা বর্জন করলো, কখনোই সে **আল্লাহ**র অলী নয় (বরং) শয়তানের অলী (অর্থাৎ শয়তানের বন্ধু)। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৪০৯)

(৩৯) আমাদের শরীয়ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্থায়ী, যে বিধান এতে প্রথম থেকে ছিলো, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, مَعَاذَ الله যায়িদ ও ওমরের আইন তো না-ই যে, তৃতীয় বছর পরিবর্তন হয়ে যাবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৪০)

(৪০) মুসলমান হওয়াতে উভয় জগতের সম্মান অর্জিত হয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১১/৭১৯)

(৪১) যে ব্যক্তি হাদীসকে অস্বীকারকারী হবে, সে **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকারকারী আর যে **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকারকারী, সে কোরআনে মজীদের অস্বীকারকারী এবং যে কোরআনে মজীদের অস্বীকারকারী, সে এক **আল্লাহ**র অস্বীকারকারী। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩১২)

(৪২) মুখে সবাই বলে দেয় যে, হ্যাঁ আমার নিকট **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা

ও মহত্ব সবচেয়ে বেশি কিন্তু আমলী কর্মকান্ড পরীক্ষায় ফেলে দেয় যে, কে এই দাবীরে মিথ্যুক আর কে সত্যবাদী।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৭৭)

মৃত্যুর প্রস্তুতি

(৪৩) মানুষ সর্বদা মৃত্যু আয়ত্বে রয়েছে, রোগী সুস্থ্য হয়ে যায় আর যে তার শশ্রুষার জন্য দৌঁড়াদৌঁড়ি করতো, তার পূর্বে চলে যায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৮১)**

মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা

(৪৪) বেরাদারানে ইসলামকে (অর্থাৎ মুসলমান ভাইদের) ইসলামী আহকাম সম্পর্কে অবহিত করা **"কল্যাণ কামনা"** এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলামানের হক। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/২৪৩)**

(৪৫) হুকুকল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) যেমনি হোক, যা আদায় করার (মানুষ তা) আদায় করবে, যা ক্ষমা চাওয়ার তা ক্ষমা চাইবে আর এতে মূলত দেরী করবে না, কেননা তা শাহাদতেও (অর্থাৎ শহীদ হলেও) ক্ষমা হয় না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৮২)

www.dawateislami.net

(৪৬) যখন সময় মানুষের ঘুমের হবে বা কিছু (লোক) নামায পড়ছে, তখন যিকির করো যেমন ইচ্ছা তবে এত জোড়ে আওয়াজে নয় যে, তাদের কষ্ট হয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৭৯)

(৪৭) ক্ষমা চাওয়াতে যতই বিনয় করতে হোক না কেন, এতে নিজের অসম্মান মনে করো না, এতে অসম্মান নেই। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৮২)**

(৪৮) মুসলমানকে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য তাবীযাত ও আমলসমূহ দিন, দুনিয়াবী উপকারের লালসায় যেনো না হয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৮)**

(৪৯) মুসলমানের উপকার করাতে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জিত হয় এবং তাঁর দয়া উভয় জগতের কর্ম সিদ্ধি করে দেয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬২১)**

(৫০) ইসালে সাওয়াব যেমনটিভাবে আযাবকে আটকায় বা আযাব উঠিয়ে নেয়াতে **আল্লাহ পাকে**র আদেশে কাজ দেয়, তেমনিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নেকী বৃদ্ধিতেও কাজ দেয়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬০৭)**

www.dawateislami.net

বাতেনী রোগসমূহ

(৫১) যদি নিজের মিথ্যা প্রশংসাকে পছন্দ করা হয় যে, লোকেরা তার ফযিলত শুনে তার প্রশংসা করবে, যা তার মাঝে নেই তবে তো একেবারে অকাট্য হারাম।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৯৭)

(৫২) নিজের প্রশংসাকে পছন্দ করা সম্ভবত খারাপ স্বভাব আর এর ফলাফল বিপদজনক। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৯৬)**

(৫৩) বাতেনী অপবিত্রতা জাহেরী অপবিত্রতা থেকে কোটি গুণ নিকৃষ্ট, জাহেরী অপবিত্রতা একটি পানি ধারে পবিত্র হয়ে যায় এবং বাতেনী অপবিত্রতা কোটি কোটি সমুদ্রের দ্বারাও ধোয়া যায়না, যতক্ষণ সত্য অন্তরে ঈমান আনয়ন করবে না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৪০৬)**

(৫৪) যে নিজের নফসকে সত্যবাদী মনে করলো, সে মিথ্যুককে সত্যায়ন করলো এবং স্বয়ং তা প্রত্যক্ষও করবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৯৮)

(৫৫) প্রজ্ঞা, অনুকরন ও অভিজ্ঞতা সবই সাক্ষী যে, নফসে আম্মারার লাগাম যত টানবেন আয়ত্বে থাকবে আর যত বেশি শিথিল দিবেন বেশি পা প্রসারিত করে দেয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৪৬৯)

www.dawateislami.net

শয়তানের প্রতারণা

(৫৬) **আল্লাহ পাক** অভিশপ্ত ইবলিশের প্রতারণা থেকে আশ্রয় প্রদান করো, প্রবল "ধোকা" হলো যে, মানুষকে নেকীর ধোকায় গুনাহ করিয়ে থাকে আর মধুর বাহানা দিয়ে বিষ পান করা, وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ । **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪২৬)**

(৫৭) ইলমে দ্বীন ব্যতীত ইবাদত ও রিয়াযতকারীকে শয়তান আঙ্গুলের উপর নাচায়, মুখে লাগাম, নাকে দড়ি দিয়ে যেদিকে ইচ্ছা টেনে থাকে। (وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا) **(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, ১০৪)** **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং তারা এ ধারণায় রয়েছে যে, 'তারা সৎকর্ম করছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫২৮)

(৫৮) যে শয়তানকে দূরে মনে করে, শয়তান তার খুবই নিকটে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৮৬)**

(৫৯) যার নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা গোপন থাকে, সেই মানুষের উপর মন্দ ও ভালতে সন্দেহ হয়ে যায় এবং শয়তান তাকে কল্যাণ থেকে মন্দের দিকে নিয়ে যায় আর এই বিষয়ে আমলদার ওলামারাই অবহিত হতে পারে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৮৫)

www.dawateislami.net

ফজরের নামায জামাআত সহকারে পাওয়ার উপায়

(৬০) ঘুমানোর সময় **আল্লাহ পাকের** তৌফিকে জামাআত সহকারে নামায পাওয়ার দোয়া এবং তাঁর উপর সত্যিকার ভরসা করো, **আল্লাহ পাক** যখন তোমার ভাল নিয়্যত ও সত্য ইচ্ছা দেখবে, অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৯০)**

ভিন্ন ভিন্ন রযার বাণী

(৬১) বর্তমানে অধিকাংশ লোক মেয়ের বিয়ের জন্য ভিক্ষা করে আর এতে ভারতের প্রচলিত রীতি পূরণ করতে হয়, অথচ সেই রীতিগুলো মূলত শরয়ী চাহিদা নয়, তবে তাদের জন্য ভিক্ষা করা হালাল হতে পারে না।

(ফাযায়িলে দোয়া, ২৭০ পৃষ্ঠা)

(৬২) বিবাহ হলো কাঁচ আর তালাক হলো পাথর, কাঁচের উপর পাথর খুশিতে ফেলুক বা জোড় পূর্বক পরুক বা নিজে নিজে হাত থেকে ছুটে পরে যাক, কাঁচ সর্বাবস্থায় ভেঙ্গে যাবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৩৮৫)**

(৬৩) কবরবাসীদের শ্রবণশক্তি এমন প্রখর, পরিস্কার ও শক্তিশালী হয় যে, উদ্ভিদের তাসবীহ যা অধিকাংশ জীবিত মানুষ শুনে না তা কবরবাসীরা বিনা দ্বিধায় শুনে এবং তা থেকে প্রশান্তি অর্জন করে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৭৬০)**

www.dawateislami.net

(৬৪) নবীর সুন্নাত হলো যে, যেখানে মানুষের দ্বারা কোন ভূল সংগঠিত হয়, নেক কাজ সেখান থেকে সরে যায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৬০৯)**

(৬৫) যারা সুস্থ্য সবল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল আছে, তারা চাকরী বা মজদুরী হোক যদিওবা ছোট টুকরী ধৌত করার মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে, তার ভিক্ষা করা হারাম। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪১৬)**

(৬৬) বিনা কারণে এদিক সেদিক তাকানো ও ভবঘুরে বঞ্চনার কারণ। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৭৫)**

(৬৭) অসংখ্য প্রতারক নিজেকে বাঁচানো এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য মৌখিক তাওবা করে নেয় এবং অন্তরে বরাবরই ফ্যাসাদ পূর্ণ থাকে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৪৬)

(৬৮) বাস্তবে সত্যিকার বন্ধুত্ব হলো যে, ভূল সম্পর্কে অবহিত করা। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩৭১)**

(৬৯) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম জ্ঞানীর মত কোন প্রশাসনিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ জ্ঞানীর মতের চেয়ে অধিক সঠিক হতে পারে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/১২৮)**

www.dawateislami.net

(৭০) পিতামাতা যদি গুনাহ করে তবে তাদেরকে নম্র ও আদব সহকারে আবেদন করুন, যদি মেনে নেয় তবে ভাল অন্যথায় কঠোরতা করতে পারবে না বরং অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দোয়া করুন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৫৭)**

(৭১) কাফেরকে "গোপন তথ্য" জানানো সর্বাবস্থায় নিষেধ যদিওবা দুনিয়াবী বিষয়েরই হোক, সে কখনোই যতটুকু সম্ভব আমার মন্দ চাওয়াতে আলস্য করবে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২৩৩)

(৭২) অশ্লিল কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিৎ। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২৯৪)**

(৭৩) নিয়াযের এমন খাবার হওয়া উচিৎ যার কোন অংশ ফেলা হয়না, যেমন; জর্দা বা হালুয়া অথবা ভাত কিংবা পোলাও যা থেকে হাড়গোড় পৃথক করে নেয়া হয়েছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১২)

(৭৪) নিজের এবং নিজের বন্ধুদের ও তাদের সন্তানদের প্রতি বদদোয়া করবে না, কে জানে যে, দোয়া কবুলের সময় হলো আর পরবর্তিতে বিপদে পরে আফসোস হয়। **(ফাযায়িলে দোয়া, ২১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৭৫) সন্তানদের পবিত্র উপার্জন থেকে খাওয়াও, কেননা অপবিত্র সম্পদ অপবিত্র অভ্যাস গড়ে তুলে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৩)

(৭৬) পিতামাতার পক্ষ থেকে মৃত্যুর পর কুরবানী মহান প্রতিদানের, তার (অর্থাৎ কুরবানীকারীর) জন্যও এবং তার পিতামাতার জন্যও। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৭)**

(৭৭) রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে গ্রাস বানানো অহঙ্কার দূর করার জন্য। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৬৯)**

(৭৮) বুদ্ধিমান এবং সৌভাগ্যবান যদি ওস্তাদ থেকেও বড় হয়ে যায় তবে তা ওস্তাদের ফয়েয এবং তার বরকত মনে করে আর পূর্বের চেয়েও বেশি ওস্তাদের পায়ে মাটি মাথায় মালিশ করে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪২৪)**

(৭৯) বেদনাহীনরা অপরের বিপদ বুঝে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১০)

(৮০) যথাসম্ভব মুসলমানের স্বভাবের বিরোধীতা করা বিরত থাকুন। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/২৯৯)**

(৮১) জ্বীনের সাথে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা এবং সহচর্যের আশা মূলত কল্যাণকর নয়, এর একেবারে কম

ক্ষতিকর দিক হলো যে, মানুষ অহঙ্কারী হয়ে যায়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬)

(৮২) ভূল ক্ষমা করাতে কখনো দেরী করাই যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬)**

(৮৩) (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) মুবারক স্বভাব ছিলো মাটিতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খাওয়া এবং এটাই উত্তম। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬২৯)**

(৮৪) বেলায়ত চেষ্টায় অর্জিত হয় না, তা শুধুমাত্র আতায়ি (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অর্জিত) হয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬)

(৮৫) খলিফা ও ওয়ারিশের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, মানুষের সকল সন্তান তার ওয়ারিশ কিন্তু খলিফা হওয়ার ক্ষমতা সবার হয় না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৩২)**

(৮৬) যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন রয়েছে (মুসলমানের উচিৎ যে) ভয়ের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ অধিকহারে শুনা এবং দেখা যতক্ষণ মৃত্যু আসবে না, (অন্যরা) তাকে দয়ার আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ শুনান, যাতে আপন প্রতিপালকের প্রতি ভাল ধারনা করতে থাকে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৮২)**

(৮৭) সকলের মধ্যে সর্বপ্রথম এই উপাধী (কাযীউল উকযাতি) আমাদের মাযহাবের ইমাম “**ইমাম আবু ইউসুফ** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ” এর ছিলো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩৫২-৩৫৩)

(৮৮) পূর্বেকার নেককার বান্দাদের জানাযার সময় এমন হতো যে, অনবহিতরা জানতো যে, এদের মধ্যে মৃতের পরিবার কারা এবং অবশিষ্ট সাথী কারা, সবাইকেই বেদনাগ্রস্থ দেখা যেতো আর এখন অবস্থা এমন যে, (লোকেরা) জানাযায় দুনিয়াবী কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে তারা কোন শিক্ষা নেয় না, তাদের অন্তর এ থেকে উদাসিন যে, মৃতের সাথে কি হয়েছে! (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৪৫)

(৮৯) মদ হারাম আর সকল মন্দের মা। তা পানকারীকে দোযখে দোযখীদের জলন্ত রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৫৯)

(৯০) সুন্নি মুসলমান যদি কারো প্রতি অত্যাচার না করে তবে তাদের জন্য বদদোয়া না করা উচিৎ, বরং হেদায়তের দোয়া করবে যে, যেই গুনাহ করছে যেনো ছেড়ে দেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৮২)

(৯১) (বেনামাযী) এমন মুসলমান, যেনো ছবির ঘোড়া, আকৃতি ঘোড়ার মতো আর কোন কাজের নয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৯৯)

(৯২) মসজিদ বানানো প্রচন্ড কল্যাণকর বিশেষকরে যদি সেখানে মসজিদের প্রয়োজন হয়, তবে এর ফযিলতের সীমা নেই। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৯৬)**

(৯৩) কোরআনে করীমের অর্থ অনুধাবন করা নিঃসন্দেহে মহান অনুধাবন, কিন্তু মূর্খের অনুবাদ দেখে বুঝে নেয়া সম্ভব নয় বরং এর উপকারীতা থেকে এর ক্ষতি অনেক বেশি, যতক্ষণ কোন অভিজ্ঞ সুন্নি আলিম দ্বীনদারের থেকে পড়বে না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮২)**

(৯৪) (কুষ্ট রোগীর সাথে খাওয়া) বিনয় ও **আল্লাহ পাকে**র প্রতি ভরষায় হয় তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১০২ পৃষ্ঠা)

(৯৫) অযীফা যা হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে বা মাশায়িকে কিরামগণ **আল্লাহ**র যিকির হিসেবে বলেছেন, তা অযু বিহীনও পাঠ করতে পারবে এবং অযু থাকা উত্তম।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৯৯)

www.dawateislami.net

(৯৬) রাতে আয়না দেখার কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, জনসাধারনের ধারনা যে, এতে মুখে ছুলী (Freckles) হয়ে যায় এবং এরও কোন প্রমাণ না শরীয়তে আছে, না চিকিৎসা বিজ্ঞানে আছে, না কোন গবেষণায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪৯০)**

(৯৬) মন্দ বিষয়ের জন্য সুপারিশ করা যেমন; সুপারিশ করে কোন গুনাহ করিয়ে দেয়া শাফায়াতে সাইয়্যা (অর্থাৎ মন্দ সুপারিশ), এর সুপারীশকারীর উপর এর ভয়াবহতা, যদিও (এই সুপারিশ) মানা না হয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০৭)

(৯৮) মানুষকে যদি পোলাওয়ের থালা দেয়া হয় এবং বলে দেয়া হয়ে যে, এর ঠিক মাঝখানে কয়েন সমান জায়গার নিকট বিষ মেলানো আছে, ভয়ে ভয়ে কিনারা থেকে খাবে এবং একটি কয়েনের পরিবর্তে চারটি কয়েনের সমান জায়গা ছেড়ে দিবে। আহ! এরূপ সতর্কতা যদি নিজের শরীর সংরক্ষণের জন্য করা হতো, অন্তরের নজরদারীতে হতো।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৫১৮)

(৯৯) যা সাধারন মানুষ অপয়া মনে করছে, তা থেকে বেঁচে থাকা ভাল, কেননা যদি ভাগ্যগুণে তার কোন আপদ এসে যায় তবে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে যাকে যে,

দেখো এই কাজটি কেমন ছিলো, এর ফলে কি হলো আর সম্ভবনা রয়েছে যে, শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণাও দেয়ার।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২৬৭)

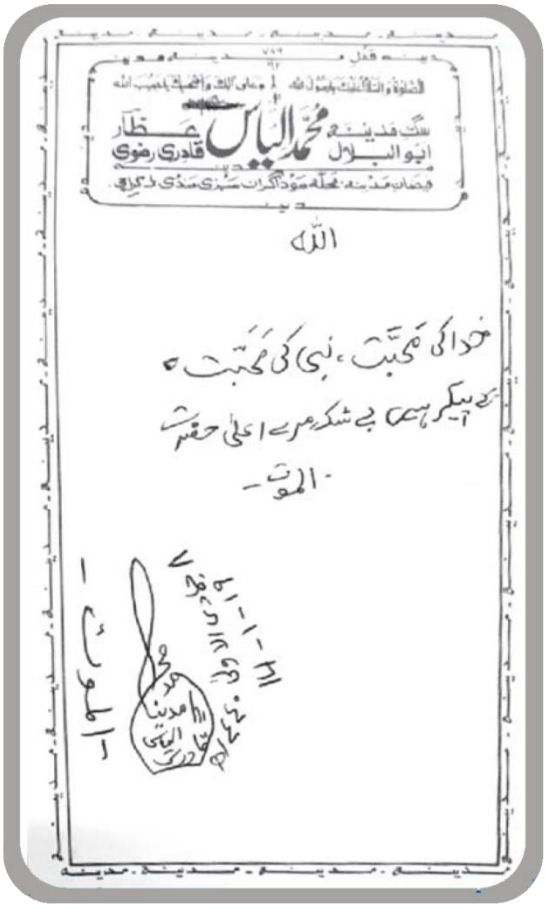

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন:

আলা হযরতের "বাণী"র উপর আমার "চিন্তাধারা" উৎসর্গ, তাঁর বাণী আমাদের সর্বাদিক গৃহীত।

(তারুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬৩ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net